দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২০/১২/৭৭ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

065

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

পত্র-পত্রিকায় 'আবশ্যক' বা 'কর্মখালি' শিরোনামে যেসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সেগুলি পড়লে একটা সত্য চাপা থাকে না। বিভিন্ন কাজের জন্যে যে ধরনের লোক চাওয়া হয় তাদেরকে সাধারণত হতে হয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বিশেষ ধরনের কাজের জন্যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই অগ্রাধিকার পাবে বলে এসব বিজ্ঞাপনে বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছাড়া গতানুগতিক (এসএসসি, এইচএসসি ইত্যাদি) শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের চাহিদা কর্মক্ষেত্রে যেন তেমন আর নেই।

সময়ের পরিবর্তন বাস্তব কর্মক্ষেত্রের চাহিদায় পরিবর্তন এনেছে। বেড়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের দাম। কিন্তু সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়নি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। সম্প্রসারিত হয়নি প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। শিক্ষাঙ্গনে এখনো সেই গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতিরই প্রাধান্য, আশার কথা, সম্প্রতি প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার জানিয়েছেন, সরকার দেশে আরো তিনটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ২২টি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবেন।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব সাত্তার এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য প্রয়োজনেই আরো অধিক সংখ্যক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর চাহিদা রয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই আরো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের সমাজে সত্যিকার অর্থে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তির আকাংখিত লক্ষ্য কখনোই অর্জিত হতে পারে না।

ভাইস-প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ। আজকের সমাজ ও অর্থনীতির গঠনে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার ভূমিকা যে ব্যাপক তা না বললেও চলে। আমাদের সমাজে এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আমরা যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার অপরিহার্য আবশ্যকতা উপলব্ধি করছি, যুগের চাহিদা আপনিই যে এ উপলব্ধিকে জাগিয়ে তুলেছে, তা নিঃসন্দেহে আনন্দের। প্রশিক্ষণ ও নৈপুণ্য শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা বহু গুণে বাড়ায়। একজন দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক অথবা কর্মী অনেক ক্ষেত্রে একাই একশ'র ভূমিকা পালনে সক্ষম। শ্রমের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈপুণ্য পাশ্চাত্য দেশগুলির উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ।

অতীতে আমরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর তেমন গুরুত্ব দিইনি, দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার দিকেও দেওয়া হয়নি বিশেষ মনোযোগ। আমাদের বিপুল জনসংখ্যা যে দক্ষ জনশক্তি ও সম্পদ না হয়ে প্রধানত সংখ্যাই হয়ে আছে তার মূলেও রয়েছে এই সত্য। বিপুল জনসংখ্যা যদি শ্রমে দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়, যদি তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মীতে পরিণত করা যায় তাহলে তা এক বিরাট শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়। প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা পদ্ধতির প্রসার ঘটলে আমাদের দেশেও এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়, এর ফলে দেশ ও অর্থনীতি গঠনে জনশক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হবে বলেই আমরা মনে করি।

দক্ষ শ্রমিক, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কারিগরের চাহিদা আমাদের দেশে মোটেই কম নয়। আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা তো আছেই তা ছাড়াও আছে বিদেশের চাহিদা। আমরা শ্রম রফতানীও করে থাকি, ফলে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের চাহিদা আরও বেড়ে গেছে। এই সার্বিক চাহিদা পূরণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্যেই প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়। মনে রাখা দরকার, বিদেশে যে শ্রম রফতানী হয়, জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্যও তা দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া দেশ গঠনের কাজেও দক্ষতা অপরিহার্য। মোদ্দা কথা, আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যেই দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমশক্তি দরকার, আমরা আশা করবো, বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের এই চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে, দেশে এই ধরনের শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

গতানুগতিক যে শিক্ষা আমাদের দেশে চালু আছে তা যদি বাস্তব প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়, তাহলে এর ক্ষেত্র সীমিত করে আমাদের প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ টেকনিক্যাল শিক্ষাকেই অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের। যুগের চাহিদা ও বর্তমান পারিপার্শ্বিকতার দাবী আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না, আমাদের বিপুল জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে দক্ষ জনশক্তি ও সম্পদে পরিণত হোক এই-ই সবার কাম্য।